গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ
শৃঙ্খলা অধিশাখা
www.hsd.gov.bd

নং-৪৫.০০.০০০০.১২২.২৭.০৯০.২০২০-৪৫৯ তারিখঃ ২২.১২.২০২০ খ্রি.

বিষয়ঃ ডা. মোঃ আব্দুর রশিদ (৩৮৭৩৬), অধ্যাপক, ফিজিক্যাল মেডিসিন, জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা (প্রাক্তন পরিচালক, চিকিৎসা শিক্ষা, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা)-এর বিরুদ্ধে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ মোতাবেক বিভাগীয় মামলা

বিভাগীয় মামলা নম্বরঃ ৯৯/২০২০

অভিযোগনামা

যেহেতু আপনি ডা. মোঃ আব্দুর রশিদ (৩৮৭৩৬), অধ্যাপক, ফিজিক্যাল মেডিসিন, জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা আপনার পূর্ববর্তী কর্মস্থল স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে পরিচালক (চিকিৎসা শিক্ষা) ও লাইন ডাইরেক্টর (চিকিৎসা শিক্ষা ও স্বাস্থ্য জনশক্তি উন্নয়ন) হিসেবে কর্মরত থাকাবস্থায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরে অন্যান্য কর্মকর্তার সঙ্গে যোগসাজশে কক্সবাজার মেডিকেল কলেজে যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদির প্রকৃত চাহিদা না থাকা সত্ত্বেও অবৈধভাবে ব্যবহার-অনুপযোগী নিম্নমানের যন্ত্রপাতি ক্রয় কার্যক্রমে ব্যয় মঞ্জুরী জ্ঞাপনের মাধ্যমে ৩৭,৪৮,৮০,২৪০/- (সাঁইত্রিশ কোটি আটচল্লিশ লক্ষ আশি হাজার দুইশত চল্লিশ) টাকা আত্মসাৎ/আত্মসাতে সহযোগিতা করেছেন;

যেহেতু উক্ত ক্রয় প্রক্রিয়া পিপিএ ও পিপিআর লঙ্ঘন করে বিধিবহির্ভূতভাবে পরিচালিত হয়েছে এবং আপনি এর বিভিন্ন ধাপে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে অনুমোদন প্রদান করেছেন;

যেহেতু আপনি এ ত্রুটিপূর্ণ ও অবৈধ ক্রয় কার্যক্রম বন্ধ না করে উপরন্তু ২৮.০৮.২০১৮ খ্রি. তারিখে নিজ আর্থিক ক্ষমতার বাইরে একাধিক ধাপে প্রথমে ২৯,৯৮,৮০,২৪০/- (উনত্রিশ কোটি আটানব্বই লক্ষ আশি হাজার দুই শত চল্লিশ) টাকা এবং পরে আরো ৭,৫০,০০,০০০/- (সাত কোটি পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা ব্যয় মঞ্জুরি প্রদান করে উপর্যুক্ত আর্থিক অনিয়মকে ত্বরান্বিত করেছেন;

যেহেতু দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) অনুসন্ধানে আপনার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়া গেছে;

যেহেতু উক্ত অভিযোগে আপনার বিরুদ্ধে কক্সবাজার সদর মডেল থানায় মামলা নং-৯৮, তারিখ: ২৬.০৪.২০১৯ খ্রি. দায়ের করা হয়েছে;

যেহেতু আপনার এহেন কার্যকলাপ সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালার, ১৯৭৯-এর পরিপন্থী এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও ৩(ঘ) মোতাবেক যথাক্রমে অসদাচরণ ও দুর্নীতি হিসেবে গণ্য;

সেহেতু আপনাকে সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও ৩(ঘ) মোতাবেক যথাক্রমে অসদাচরণ ও দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত করা হল এবং কেন আপনাকে উক্ত বিধিমালার অধীনে যথোপযুক্ত দণ্ড প্রদান করা হবে না, সে বিষয়ে এ নোটিশ প্রাপ্তির ১০ (দশ) কর্মদিবসের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট কারণ দর্শানোর জন্য নির্দেশ প্রদান করা হল।

একইসঙ্গে, আপনি ব্যক্তিগত শুনানি চান কিনা তাও জানাতে নির্দেশ প্রদান করা হল।

অভিযোগ বিবরণী এ সঙ্গে সংযুক্ত করা হল।

22.12.2020

(মো. আবদুল মান্নান)
সচিব

ডা. মোঃ আব্দুর রশিদ (৩৮৭৩৬)
অধ্যাপক, ফিজিক্যাল মেডিসিন
জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান
শেরেবাংলা নগর ঢাকা

নং- ৪৫.০০.০০০০.১২২.২৭.০৯০.২০২০-৪৫৯

তারিখঃ ২২.১২.২০২০ খ্রি.

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১। মহাপরিচালক, দুর্নীতি দমন কমিশন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা
২। মহাপরিচালক, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (নোটিশটি অভিযুক্তের বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানায় যথাযথভাবে জারি করে জারির প্রতিবেদন এ অধিশাখায় প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হল)
৩। যুগ্মসচিব (পার), স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
৪। পরিচালক, এমআইএস, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা (বিষয়টি উক্ত কর্মকর্তার পিডিএস ও ডাটাবেজে সংরক্ষণ করার অনুরোধসহ)
৫। পরিচালক, জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা
৬। অধ্যক্ষ, কক্সবাজার মেডিকেল কলেজ, কক্সবাজার
৭। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
৮। উপপরিচালক (শৃঙ্খলা), স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, মহাখালী, ঢাকা। (সংশ্লিষ্ট চিকিৎসকের ব্যক্তিগত ফাইলে এন্ট্রিসহ প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের অনুরোধসহ)
৯। সিস্টেম এনালিস্ট, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় (ওয়েব সাইটে প্রকাশের জন্য অনুরোধ করা হল)
১০। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
১১। যুগ্মসচিব (প্রশাসন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, স্বাস্থ্য সেবা বিভাগ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
১২। অফিস কপি

২২.১২.২০২০

(মো: শাহাদত হোসেন কবির)
সিনিয়র সহকারী সচিব
ফোনঃ ৯৫৪৫০২৮
disc@hsd.gov.bd

অভিযোগ বিবরণী

আপনি ডা. মোঃ আব্দুর রশিদ (৩৮৭৩৬), অধ্যাপক, ফিজিক্যাল মেডিসিন, জাতীয় অর্থোপেডিক হাসপাতাল ও পুনর্বাসন প্রতিষ্ঠান, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা আপনার পূর্ববর্তী কর্মস্থল স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে পরিচালক (চিকিৎসা শিক্ষা) ও লাইন ডাইরেক্টর (চিকিৎসা শিক্ষা ও স্বাস্থ্য জনশক্তি উন্নয়ন) হিসেবে কর্মরত থাকাবস্থায় ২০১৬-১৭ অর্থবছরে অন্যান্য কর্মকর্তার সঙ্গে যোগসাজশে কক্সবাজার মেডিকেল কলেজে যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদির প্রকৃত চাহিদা না থাকা সত্ত্বেও অবৈধভাবে ব্যবহার-অনুপযোগী নিম্নমানের যন্ত্রপাতি ক্রয় কার্যক্রমে ব্যয় মঞ্জুরী জ্ঞাপনের মাধ্যমে ৩৭,৪৮,৮০,২৪০/- (সাঁইত্রিশ কোটি আটচল্লিশ লক্ষ আশি হাজার দুইশত চল্লিশ) টাকা আত্মসাৎ/আত্মসাতে সহযোগিতা করেছেন;

উক্ত ক্রয় প্রক্রিয়া পিপিএ ও পিপিআর লঙ্ঘন করে বিধিবহির্ভূতভাবে পরিচালিত হয়েছে এবং আপনি এর বিভিন্ন ধাপে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে অনুমোদন প্রদান করেছেন;

আপনি এ ত্রুটিপূর্ণ ও অবৈধ ক্রয় কার্যক্রম বন্ধ না করে উপরন্তু ২৮.০৮.২০১৮ খ্রি. তারিখে নিজ আর্থিক ক্ষমতার বাইরে একাধিক ধাপে প্রথমে ২৯,৯৮,৮০,২৪০/- (উনত্রিশ কোটি আটানব্বই লক্ষ আশি হাজার দুই শত চল্লিশ) টাকা এবং পরে আরো ৭,৫০,০০,০০০/- (সাত কোটি পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা ব্যয় মঞ্জুরি প্রদান করে উপর্যুক্ত আর্থিক অনিয়মকে ত্বরান্বিত করেছেন;

দুর্নীতি দমন কমিশনের (দুদক) অনুসন্ধানে আপনার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের প্রাথমিক সত্যতা পাওয়া গেছে;

উক্ত অভিযোগে আপনার বিরুদ্ধে কক্সবাজার সদর মডেল থানায় মামলা নং-৯৮, তারিখ: ২৬.০৪.২০১৯ খ্রি. দায়ের করা হয়েছে;

আপনার উপর্যুক্ত কর্মকান্ড সরকারি কর্মচারী আচরণ বিধিমালা, ১৯৭৯-এর পরিপন্থী এবং সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও ৩(ঘ) মোতাবেক যথাক্রমে অসদাচরণ ও দুর্নীতি হিসেবে গণ্য। আপনি উপর্যুক্ত কার্যকলাপ দ্বারা সরকারি কর্মচারী (শৃঙ্খলা ও আপিল) বিধিমালা, ২০১৮ এর বিধি ৩(খ) ও ৩(ঘ) মোতাবেক যথাক্রমে অসদাচরণ ও দুর্নীতির দায়ে অভিযুক্ত হয়েছেন।

22.12.2020

(মো. আবদুল মান্নান)
সচিব